

মহাসড়ক আইন, ২০২১

(২০২১ সনের ২৮ নং আইন)

Highways Act, 1925 রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া মহাসড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং অবাধ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ যান চলাচল নিশ্চিতকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু Highways Act, 1925 (Act No. III of 1925) রহিতক্রমে একটি আধুনিক, উন্নত, কার্যকর মহাসড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নিরাপদ ও গতিশীল যান চলাচল, মহাসড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে যুগোপযোগী মহাসড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার জন্য নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত

শিরোনাম ও

প্রবর্তন

১। (১) এই আইন ‘মহাসড়ক আইন, ২০২১’ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) “অধিদপ্তর” অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(২) “আন্তঃসংযোগ” অর্থ একাধিক সড়কের সংযোগস্থল;

(৩) “ইউটিলিটি ডাক্ট” অর্থ বিদ্যুৎ, পানি, নর্দমার পাইপ, ফাইবার অপটিক ক্যাবলসহ অন্যান্য নাগরিক পরিসেবা বহনকারী সংরক্ষিত আবদ্ধ পথ (ডাক্ট);

(৪) “ইন্টারচেঞ্জ” অর্থ একাধিক সড়কের সংযোগস্থলে এক সড়ক হইতে অন্য সড়কে নির্বিঘ্নে প্রবেশ ও নির্গমনের ব্যবস্থা সংবলিত অবকাঠামো;

(৫) “এক্সপ্রেসওয়ে (Expressway)” অর্থ নিরবচ্ছিন্নভাবে যানবাহন চলাচলের জন্য যানবাহনের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়ক;

(৬) “ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি” অর্থ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

- (৭) “কৌশলগত মহাসড়ক” অর্থ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বা জরুরি, যুদ্ধকালীন বা দুর্যোগকালীন ব্যবহারের জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত কৌশলগত মহাসড়ক;
- (৮) “জাতীয় মহাসড়ক” অর্থ বিভাগীয় সদর, সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, প্রধান নদীবন্দর, অর্থনৈতিক অঞ্চল, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, কন্টেইনার টার্মিনাল ডিপোসমূহকে ঢাকার সহিত সংযোগকারী অথবা এক বিভাগীয় সদরের সহিত অন্য বিভাগীয় সদরকে সংযোগকারী সড়ক এবং বিভাগীয় সদরকে বেস্টনকারী সার্কুলার রিং রোডসমূহ;
- (৯) “টোল” অর্থ সড়ক ব্যবহারের বিপরীতে সড়ক ব্যবহারকারীগণের উপর আরোপযোগ্য বা আদায়যোগ্য মাশুল;
- (১০) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
- (১১) “নিয়ন্ত্রণ রেখা” অর্থ মহাসড়কের সংরক্ষণ রেখা হইতে সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত রেখা;
- (১২) “প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়ক” অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত কোনো মহাসড়ক;
- (১৩) “প্রান্তসীমা” অর্থ মহাসড়কের প্রান্তসীমা;
- (১৪) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি;
- (১৫) “মহাসড়ক” অর্থে অধিদপ্তরের সড়ক নেটওয়ার্কভুক্ত জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক, বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত আন্তঃদেশীয়, আন্তঃআঞ্চলিক ও মহাদেশীয় মহাসড়ক ছাড়াও-
- (ক) মহাসড়কের প্রান্তসীমা (right of way) এর অন্তর্ভুক্ত ভূমি;
- (খ) মহাসড়কের ঢাল, কিনারা (berm), নয়নজুলি, বরো-পিট (borrow-pit) এবং পার্শ্ববর্তী নালা;
- (গ) অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাসড়ক সংলগ্ন সকল ভূমি ও মহাসড়ক বাঁধ;
- (গ) মহাসড়কস্থিত ভূগর্ভস্থ অথবা মহাসড়কের উপর দিয়া নির্মিত যে কোনো স্থাপনা ও কাঠামো;
- (ঙ) অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাসড়ক অথবা মহাসড়ক সংলগ্ন ভূমির উপরে অবস্থিত প্রাচীর, খুঁটি, সড়ক অবকাঠামো এবং মহাসড়কের দুইপার্শ্বে এই ধরনের ভূমির উপর বিদ্যমান সকল বৃক্ষ; এবং

(চ) নদী, সাগর অথবা বৃহৎ জলাধারের পার্শ্বে মহাসড়কের প্রতিরক্ষামূলক কার্য, সেতুর ক্ষেত্রে উজান ও ভাটির উভয় দিকে গাইড বাঁধসহ নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কার্য অথবা নদীশাসন কার্যসমূহও;

ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) “লেন” অর্থ সুশৃঙ্খল ও এক সারিতে সারিবদ্ধভাবে যানবাহনের চলাচলের নিমিত্ত মহাসড়কের নির্ধারিত পথ; এবং

(১৭) “সংরক্ষণ রেখা” অর্থ মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ভূমির প্রান্তসীমা (right of way) হইতে ১০ (দশ) মিটার অথবা সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত রেখা।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

অধিদপ্তর এর কার্যাবলি

৪। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তর অন্যান্য কার্যাবলির সহিত নিম্নরূপ কার্যাবলিও সম্পন্ন করিবে, যথা:-

(১) মহাসড়ক নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহার বাস্তবায়ন;

(২) মহাসড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য মহাপরিকল্পনা, স্পেসিফিকেশন, ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও অনুসরণ;

(৩) সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে মহাসড়ক ও মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই, নিরীক্ষা এবং উহার ধারাবাহিকতায় চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন;

(৪) মহাসড়কে সুষ্ঠু, নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ যানবাহন চলাচল নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাদি সংবলিত অবকাঠামো নির্মাণ;

(৫) মহাসড়ক এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর নকশা-মান নির্ধারণ এবং, সময় সময়, উহা হালনাগাদকরণ;

(৬) মহাসড়কে সুষ্ঠু ও নিরাপদ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ;

(৭) মহাসড়ক ও সেতু সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা, নকশা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জরিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসহ সড়ক ও সেতুসমূহের ডাটাবেজ তৈরি, উহা সংরক্ষণ এবং হালনাগাদকরণ;

(৮) এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক এবং কৌশলগত মহাসড়ক সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(৯) নদী বা জলাশয় দ্বারা বিচ্ছিন্ন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ফেরি বা অন্য কোনো মাধ্যম দ্বারা সংযোগ স্থাপন ও রক্ষা;

(১০) মহাসড়কের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(১১) প্রতিবন্ধী, শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মহাসড়কের নির্দিষ্ট স্থান নিরাপদে ব্যবহারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১২) টোলের আওতাভুক্ত কোনো এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক, কৌশলগত মহাসড়ক বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্যান্য মহাসড়ক বা উহাতে নির্মিত কোনো অবকাঠামো ব্যবহারের জন্য টোল আদায়;

(১৩) নির্ধারিত সংরক্ষণ রেখা ও নিয়ন্ত্রণ রেখা বজায় রাখা;

(১৪) জনস্বার্থে আইটিএস (intelligent transportation system) ও টোল সংক্রান্ত অবকাঠামোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সংরক্ষণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (artificial intelligence) মাধ্যমে উহা পরিচালনা;

ব্যাখ্যা।-এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “আইটিএস” অভিব্যক্তি অর্থ উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর নিরাপদ, সমন্বিত ও নির্ভরযোগ্য যানব্যবস্থা।

(১৫) মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ এবং প্রকল্প প্রস্তুতিসহ উহা বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ বা সহযোগিতা সেবা গ্রহণ;

(১৬) মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(১৭) মহাসড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কারখানা, মেশিনারি, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় বা জরুরি প্রয়োজনে উল্লিখিত উপকরণাদি অধিযাচন (requisition);

(১৮) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব হইতে মহাসড়কের সম্ভাব্য ক্ষতি হ্রাসের নিমিত্ত মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সহনশীল টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ;

(১৯) টেকসই ^{মহাসড়ক আইন, ২০১৮} উন্নয়নের সাহিত সঙ্গতি রাখিয়া এবং যানবাহন চলাচলের প্রকৌশলগত নিরাপত্তা, মহাসড়ক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পেভমেন্ট এর স্থায়িত্ব, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক মহাসড়ক করিডোর নির্মাণের উদ্দেশ্যে নান্দনিক বনায়ন;

(২০) মহাসড়কের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২১) মহাসড়কে চলাচলকারি যানবাহনের ওজন পরিমাপের জন্য এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য অবকাঠামো স্থাপন ও পরিচালনা;

ব্যাখ্যা।-এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “এক্সেল লোড” অভিব্যক্তি অর্থ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত এক্সেল লোড বা এক্সেল ওজন।

(২২) মহাসড়কে চলাচলকারী অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ; এবং

(২৩) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

মহাসড়ক, ইত্যাদি ঘোষণা ও নিয়ন্ত্রণ

৫। (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপযুক্ত যে কোনো সড়ককে মহাসড়ক বা প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়ক হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) নির্ধারিত দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের জন্য সরকার এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক, কৌশলগত মহাসড়ক বা অন্যান্য মহাসড়ক এবং উহাতে নির্মিত কোনো অবকাঠামো ব্যবহারকারী যানবাহনের চলাচলকে টোলের আওতাভুক্ত হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৪) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) দেশের যে কোনো সড়কের তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে;

(খ) দেশের যে কোনো সড়কের তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পরিত্যাগক্রমে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে অর্পণ এবং পুনরায় উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং